ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন

ক্রীড়া

প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মূল প্রতিবেদন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রকাশিত ‘বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: ক্রীড়া’

অনুবাদ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

যোগাযোগ

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি-৫, সড়ক-১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ঢাকা- ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০২)৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: (+৮৮০২)৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org, advocacy@ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ক্রীড়া। টিআই-এর নিয়মিত নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক গবেষণা বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন সিরিজের সাম্প্রতিক অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল জলবায়ু পরিবর্তন, পানি খাত, শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা, বেসরকারি খাত, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক দুর্নীতি, তথ্য অধিকার ইত্যাদি। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এ একযোগে বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: ক্রীড়া' শিরোনামে এই প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপের পাশাপাশি বাংলাদেশের ক্রিকেটাঙ্গনে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক প্রবন্ধ এই পুস্তিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হল। পুরো প্রতিবেদনটি www.transparency.org এ পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদনে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে খেলাধুলায় বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ, মুনাফা ও ব্যবসায়িক প্রভাব, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রভাব এবং ম্যাচ ফিক্সিংসহ নানা ধরনের দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উঠে এসেছে। সেই সাথে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কী করা যেতে পারে তার বহুমুখী দিকনির্দেশনাও উপস্থাপিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, সাংবাদিক, গবেষক, ক্রীড়া কর্মকর্তা ও খেলাধুলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যরা এই প্রতিবেদনের নিবন্ধসমূহ রচনা করেছেন।

ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পাশাপাশি বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের ক্রিকেট একটি বিশাল অর্থ-উপার্জনকারী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। একইভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেটেও ম্যাচ ফিক্সিংয়ের মতো অনিয়মের প্রভাব পড়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্নীতি মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই, যদিও ১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দণ্ডবিধি এবং ২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে সাধারণভাবে অসদাচরণ ও দুর্নীতির কথা বলা আছে। অন্যদিকে ক্রিকেট অঙ্গনে রয়েছে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের ঘাটতি।

বাংলাদেশের ক্রিকেটে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে এর থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাথে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে ২০১৩ সাল থেকে অ্যাডভোকেসি করছে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০১৪ এর প্রেক্ষিতে টিআইবির অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অনুমোদনক্রমে জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যরা 'দুর্নীতিকে না বলুন' ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর আগে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে তথাকথিত দুই স্তর বিশিষ্ট টেস্ট ক্রিকেট এবং সার্বিকভাবে ক্রিকেটে মুনাফাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের লক্ষ্যে প্রভাবশালী কতিপয় দলের প্ররোচণায় আইসিসির উদ্যোগের বিরুদ্ধে সক্রিয় অ্যাডভোকেসি করেছিল টিআইবি।

এ পুস্তিকায় উপস্থাপিত তথ্য ও সুপারিশ বাংলাদেশের ক্রিকেটে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে বলে টিআইবি প্রত্যাশা করে। এ বিষয়ে পাঠক তথা সকল অংশীজনের অভিমত সাদরে গ্রহণ করা হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সার-সংক্ষেপ

গ্যারেথ সুইনি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল[১]

খেলাধুলা এমন একটি বিষয় যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে আকৃষ্ট করে। এ ছাড়া এ থেকে বছরে সাড়ে ১৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি আয়ের সঞ্চার হয়।[২] ক্রীড়াঙ্গনে দুর্নীতি একেবারে নতুন নয়।[৩] তবে সাম্প্রতিককালে দুর্বল প্রশাসন ও দুর্নীতি বিষয়ক কেলেঙ্কারীর ব্যাপকতা খেলাধুলার সব আনন্দ এবং এর ইতিবাচক দিকগুলোকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) ক্রীড়াঙ্গনে সততা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে খুব ধীরগতিতে এগিয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই জোরালো গতি আনতে হবে।

২০১৫ সালের ২৭ মে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের (ফিফা) বর্তমান ও সাবেক নয়জন কর্মকর্তা অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের দায়ে[৪] অভিযুক্ত হলে রাতারাতি দৃশ্যপট বদলে যায়। হঠাৎ করেই পুরো বিশ্বের সামনে একটি 'বেপরোয়া, পরিকল্পিত ও দৃঢ়মূল দুর্নীতির' ব্যবস্থা প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়। এর দুদিন পরই ফিফা প্রধান তাঁর পদে পুনর্নির্বাচিত হন। অথচ তাঁর অধীনেই এই দুর্নীতির শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার সংস্কৃতি চলেছে। তিনি হয় এই দুষ্কর্মে সহযোগিতা করেছেন কিংবা এ বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন (এর যেটাই করে থাকুন, তার অর্থ তিনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন)।

তাঁর পুনর্নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি বিশ্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে ফুটবল কীভাবে জবাবদিহিতাবিহীন ভিন্ন জগতের একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফিফার প্রতি মানুষের বিশ্বাস এখন কেন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে কম তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েও একই অবস্থা চলতে থাকলে এই বিশ্বাস আরও কমে যেতে পারে।[৫]

পরিপ্রেক্ষিত

ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি শুধু ফুটবলেই সীমাবদ্ধ নয়। ক্রিকেট, সাইক্লিং, ব্যাডমিন্টন, আইস হকি, হ্যান্ডবল, অ্যাথলেটিকস এবং অন্যান্য খেলাতেও দুর্নীতি রয়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের কলেজের খেলাধুলায়ও বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে ফাঁকফোকর রয়েছে। বিস্তৃতভাবে চিন্তা করলে এর সবগুলোর কারণই এক ধরনের।

খেলাধুলা বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের আগ্রহের একটি জায়গা। খেলোয়াড় ও দর্শক মিলিয়ে শত শত কোটি মানুষ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের করের টাকায় খেলাধুলার বড় বড় আসরগুলোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। অবশ্য খেলাধুলা ঐতিহাসিকভাবে স্বায়ত্ত্বশাসনের নীতিতে আয়োজিত হয়ে আসছে।[৬]

ক্রীড়া পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোকে (তা আন্তর্জাতিক সংস্থা, আঞ্চলিক কনফেডারেশন বা জাতীয় সংগঠন যেটাই হোক) বেশিরভাগ বিবেচনাতেই ‘অলাভজনক’ বা ‘বেসরকারি সংগঠন’ বলে ধরা হয়। এই বিষয়টি ওই সংস্থাগুলোকে বাইরের কোনো নজরদারি (বা হস্তক্ষেপ-ক্ষেত্র বুঝে) ছাড়া পরিচালিত হওয়ার সুযোগ দেয়। এ কারণে ক্রীড়া বিষয়ক অধিকাংশ সংস্থারই বিধিতে বলা হয়েছে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া এবং তা অনুমোদনের কাজ তাঁরাই করবেন যাঁরা ওই সংস্কারে সবচেয়ে সরাসরি প্রভাবিত হবেন। আর তাই এটাই স্বাভাবিক যে, সবচেয়ে সন্দেহজনক খেলার সঙ্গে যুক্তরা নিজের দোষ ধরা বা পরিবর্তনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বাগড়া দেবেন।

এমনকি ক্রীড়ার করপোরেট কাঠামোও মূলত সেকেলে। ক্রীড়া প্রশাসন প্রায়ই সাবেক খেলোয়াড়দের তত্ত্বাবধানে চলে, যাদের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা খুব সামান্যই থাকে। খুবই একরৈখিক পদক্রমভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামোয় পরিচালিত হয় এগুলো। অতীতে এ মডেল কাজ করে থাকতে পারে। কিন্তু অনেক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা (আইএসও), আঞ্চলিক কনফেডারেশন ও জাতীয় ক্রীড়া বিষয়ক সংস্থা (এনএসও) এখন এই খাতের বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠতে পারছে না। মোটা বেতন-বোনাস এবং কার্যত সীমাহীন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার মতো স্বার্থগুলো রক্ষার জন্য নিজেদের মধ্যে পরিবর্তনও আনছে না এরা।

ক্রীড়া সংস্থাগুলোর প্রধান কার্যালয় যেসব দেশে থাকে শেষ পর্যন্ত তারাও এই সংকীর্ণ, বিচ্ছিন্ন পরিবেশকে লালন করতে সহায়তা করে। যেমন সুইজারল্যান্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। এরা প্রথাগতভাবে আইএসওর প্রধান কার্যালয় নিজেদের দেশে আনতে এবং ধরে রাখতে অনুকূল আইনি মর্যাদা এবং উদার কর সুবিধা দিয়ে থাকে।[৭] আইনি জবাবদিহিতায় কড়াকড়ি আনতে পরিবর্তন আনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন[৮] কিন্তু এই বিষয়গুলো সাধারণত সতর্কতার সঙ্গে করতে হয় কারণ বেশি কড়াকড়ি আরোপ করা হলে আইএসওগুলো অন্যত্র চলে যেতে পারে।

সমাধান

সেপ ব্ল্যাটার ২ জুন ফিফার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার সময় বলেছিলেন, ‘ফিফার সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে ম্যান্ডেট পেলেও আমি মনে করিনা, পুরো ফুটবল বিশ্বের ম্যান্ডেট আছে আমার পেছনে-ভক্ত, খেলোয়াড়, ক্লাব, যারা ফুটবলকে ভালোবাসে এবং ফুটবল যাদের কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো।’ তাঁর এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিটা সমস্যার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে বিঁধেছে।

আইএসও থেকে শুরু করে স্থানীয় কমিউনিটির ক্লাবগুলো পর্যন্ত-সবারই নিজের খেলার প্রতি একটা দায়িত্বশীলতা রয়েছে। তাদের খেলার মাধ্যমে যারা প্রভাবিত হয় এবং অন্য সবার প্রতি জবাবদিহিতার একটা বিষয় আছে। এদের মধ্যে আছেন বাস্তুচ্যুত মানুষ থেকে অভিবাসী কর্মী আর একেবারে তৃণমূলের সমর্থক থেকে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন পর্যন্ত।

ফিফার দুর্নীতি নিয়ে বর্তমান হইচই এটাই তুলে ধরে যে, ঘটনা একবার প্রকাশিত হয়ে গেলে বৃহত্তর ক্রীড়াঙ্গন আগ্রহী হয় মাঠের মতো মাঠের বাইরেও কী ঘটছে তা খতিয়ে দেখতে। দুর্নীতির গোড়ার বিষয়গুলো মোকাবিলার জন্য অবশ্যই প্রথমে ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে যুক্তদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। শুরু করতে হবে এই সমস্যাকে স্বীকার করার মাধ্যমে। খেলার সবার অংশগ্রহণ বিষয়ক মূলনীতি এবং ফেয়ার প্লের বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই আন্তরিক এবং যাচাইযোগ্য অঙ্গীকার থাকতে হবে। অঙ্গীকার থাকতে হবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করার জন্য।[৯]

একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাইরের জগতের সবার কথা বলার সুযোগ রাখতে হবে যেমন- খেলোয়াড়, সমর্থক, সরকার, স্পন্সর এবং সুশীল সমাজসহ সবার মতামত থাকবে সেখানে। ক্রীড়ার বৃহত্তর স্বার্থে ক্রীড়াপরিবারকে স্বাগত জানাতে হবে ক্রীড়াজগতের বাইরের সেইসব ব্যক্তিদের, যাঁদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালানো, সুশাসন, মানবাধিকার, শ্রম আইন ও উন্নয়ন বিষয়ে ভালো জ্ঞান আছে। এ কারণে 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: ক্রীড়া' এ খেলাধুলায় সুশাসনের মৌলিক উপাদান হিসেবে অংশগ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া একটি পুরো অধ্যায়ে প্রধান প্রধান অংশগ্রহণকারী এবং তাদের ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: ক্রীড়া' বিভিন্ন ক্রীড়ায় দুর্নীতির মূল কারণগুলোর বিষয়ে একটি বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরেছে। সেখানে মূল অংশগ্রহণকারীদের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশিভাবে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন দেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর দেশীয় চ্যাপ্টারের কাজগুলো। এতে ক্রীড়া প্রশাসনের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এই পরিচালনার বিষয়টি অন্য সব ধরনের দুর্নীতির প্রবেশদ্বার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ক্লাবের মালিকানার নীতি এবং দলবদল (ট্রান্সফার) মার্কেটের কথা বলা যায়। প্রসঙ্গত, এ প্রতিবেদনে ফুটবলের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বড় ধরনের ক্রীড়া আসরের ক্ষেত্রে নিলাম, কাজ বরাদ্দ দেওয়া এবং পরিকল্পনাকালে যে বিষয়গুলোতে দুর্নীতির বিশেষ ঝুঁকি থাকে। এর একটি উদাহরণ হলো ১৯৯৮ সালের ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) সল্টলেক সিটি কেলেঙ্কারী।[১০]

এর পর নজর দেওয়া হয়েছে ম্যাচ পাতানোকে অবৈধ করা ও তা ঠেকানোর প্রচেষ্টায় বিশ্বজুড়ে যা করা হচ্ছে এবং করণীয় কী সেদিকে। যুক্তরাষ্ট্রের কলেজিয়েট খেলাধুলার কাঠামোয় বিদ্যমান অভিনব ও অন্তর্নিহিত দুর্নীতির ঝুঁকি নিয়ে একটি পরিচ্ছেদ রাখা হয়েছে। এ অনিয়ম-দুর্নীতি অ্যাকাডেমিক সততার ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তার উল্লেখও এতে রয়েছে। প্রতিবেদনের মধ্যে কিছু সাংঘর্ষিক মত রয়েছে। এতে আরও বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার আছে। কিন্তু এখানে যে মূল্যবান তথ্যের ভান্ডার রয়েছে তা বিগত এক দশকে ক্রীড়াঙ্গনে দুর্নীতি কতটা প্রকট হয়ে উঠেছে তা তুলে ধরে।

'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: ক্রীড়া' শিরোনামের প্রতিবেদনে কাঠামোগত ইস্যুগুলো নিয়ে এই যে বিশেষজ্ঞ অভিমত দেওয়া হয়েছে তার আলোকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ক্রীড়াঙ্গনের ওপর মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে নিচের সুপারিশগুলো করেছে।

সুশাসন

ক্রীড়াক্ষেত্রে কিছু সংস্কারের সুপারিশ কার্যকরের খুব দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া যায়। অন্য কিছু সংস্কারের জন্য আলোচনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এগোনোর প্রয়োজন হবে। ক্রীড়া সংস্থাগুলোর আকৃতি এবং সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে ধাপে ধাপে সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। অন্যান্য খাতে অনুসৃত সুশাসনের অনেক নীতি ও বিধিবিধান এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে।

- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর (আইএসও) প্রধানদের নির্বাচন সদস্যদের সরাসরি উন্মুক্ত ভোটের মাধ্যমে হওয়ার বিধান থাকতে হবে। এসব সংস্থার সদস্য এবং বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র বা ক্রীড়া সংস্থা তাদের নিজ নিজ অবস্থানের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।
- নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা হবেন নির্বাচিত, নিয়োগপ্রাপ্ত নন।
- সমস্ত আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক বিভাগের কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে পৃথক থাকবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের ভেতরে অন্তত একজন স্বতন্ত্র নির্বাহী সদস্য থাকবেন।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষে লিঙ্গীয় সমতা থাকতে হবে। তাতে যেন অন্তত সার্বিকভাবে কোনো নির্দিষ্ট ক্রীড়ার লিঙ্গীয় সমতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়।
- প্রতিটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার প্রধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের সদস্যদের পদে থাকার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকবে। পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে যেন একটি সময়ের ব্যবধান থাকে।
- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর কমিটি ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সব জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সততার নিরীক্ষা প্রয়োজন। এটি কেন্দ্রীয়ভাবে করা হবে যাতে স্বতন্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকবে। সম্ভাব্য বাণিজ্যিক স্বার্থের সংঘাত এবং অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে চলমান কোনো অনুসন্ধানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। সততার নিরীক্ষা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনা করা উচিত।
- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোতে একটি অভ্যন্তরীণ সুশাসন কমিটি থাকতে হবে। এর প্রধান হতে পারেন নির্বাহী নন এমন একজন বাইরের কেউ অথবা সুশাসন বিষয়ের প্রধান পরিচালক। ক্রীড়া সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্তের ওপর তিনি বাইরে থেকে নজরদারি করতে পারেন। এরকম মূল্যায়ন কমিটির বর্তমানের পাশাপাশি অতীত কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের ক্ষমতা থাকা উচিত।
- ক্রীড়া সংগঠনগুলোতে স্বাধীন নৈতিকতা বিষয়ক কমিশন প্রতিষ্ঠা বা নৈতিকতা

উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া দরকার। এ কমিশন বা উপদেষ্টার আচরণবিধি এবং নৈতিকতার বিষয়ে নজরদারি ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে।

- সদস্য সংগঠনগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং সুশাসন ও জবাবদিহিতার বিষয়ে সহায়তা করতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোতে বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোতে আনা কাঠামোগত সংস্কার (যেমন নির্বাচন, মেয়াদ নির্ধারণ, আচরণবিধি, নৈতিকতা কাঠামো এবং দায়িত্ব, আর্থিক স্বচ্ছতা ইত্যাদি) আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোতেও অভিন্নভাবে অনুসরণের নিয়ম করতে হবে। ইউনিটগুলোর আইএসওর সদস্যপদ লাভের জন্য একে শর্ত হিসেবে ধরা উচিত।
- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির উচিত সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে খেলাধুলার জন্য একটি বৈশ্বিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা।

স্বচ্ছতা

- ক্রীড়া সংস্থাগুলোতে স্বচ্ছতার একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা উচিত। এর ফলে শুধু যে ভালো কাজই করা হবে তা না, ভাল কাজ যে করা হচ্ছে তা চোখেও পড়বে। সংস্থাগুলোতে তথ্য অধিকারের নীতি গ্রহণ এবং তা এগিয়ে নেওয়ায় সহায়তা দেওয়া উচিত।
- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন (আয়, ব্যয় ও বিতরণ) খাতওয়ারি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে হবে। এক্ষেত্রে কেবল স্বাগতিক দেশের ন্যূনতম আইনগত প্রয়োজন মানলেই চলবে না। এর চেয়ে অনেক বেশি দূর যেতে হবে যাতে সর্বসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ হয়।
- আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশসহ তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ক্রীড়া সংগঠনগুলোর কঠোর নিয়ম মেনে চলা উচিত। সহজভাবে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে সংস্থার অভ্যন্তরীণ অংশীজন এবং সাধারণ মানুষকে নিজেদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে যথাযথভাবে জানানো উচিত।
- আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোর উচিত জ্যেষ্ঠ নির্বাহী/নির্বাহী কমিটি সদস্যদের বেতন কাঠামো, বেতন-ভাতা এবং বোর্ড সদস্যদের সম্মানীর অঙ্ক ইত্যাদি তথ্য প্রকাশ করা।
- জাতীয় সংগঠনগুলোকে অর্থ বরাদ্দ করা হবে তাদের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও কার্যক্রমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। প্রতিটি দেশের জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার ওয়েবসাইটে এ বিবরণী ও কার্যক্রমের প্রতিবেদন তুলে ধরতে হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইটেও যেন ওই তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আইএসওগুলোর উচিত বেসিক

ইন্ডিকেটরস ফর বেটার গভর্নেন্স ইন স্পোর্ট (বিআইবিজিআইএস) বা ‘স্পোর্টস গভর্নেন্স অবজারভার’ এর মতো সুশাসন মূল্যায়নের কৌশল ব্যবহার করা।[১১] তারা ফলাফল ও অর্জিত অভিজ্ঞতা সময়ে সময়ে প্রকাশ করবে। বার্ষিক প্রতিবেদনে এটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অংশগ্রহণ

সংস্কারের প্রধান দায়িত্ব হলো ক্রীড়া বিষয়ক সংস্থাগুলোর- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা (আইএসও) থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন পর্যন্ত। এর সমান্তরালে থাকবে আন্তঃসরকার সংস্থা, সরকার, খেলোয়াড়, স্পন্সর, সমর্থক ও সুশীল সমাজের টেকসই সম্পৃক্ততা।

- ক্রীড়াঙ্গনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যে কোন সংস্কার প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের ভূমিকা রাখার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। এদের মধ্যে থাকবে খেলোয়াড়, সমর্থক, সরকার, স্পন্সর এবং মানবাধিকার ও শ্রমবিষয়ক আর দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাগুলো। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে এ মর্মে অঙ্গীকার করতে হবে যে, সংস্কার প্রক্রিয়ায় যেসব সুপারিশ আসবে সেগুলোর প্রতি সম্মান দেখানো হবে। কোন সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হলে সেগুলোর ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে মতামত জানিয়ে দেওয়া হবে।
- জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে (এনএসও) অবশ্যই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে সমর্থন দিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পক্ষে তাগিদ দেওয়া বা নির্বাচনের সময় সংস্কারপন্থী পক্ষকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেওয়ার মাধ্যমে তা করা যেতে পারে।
- স্পন্সর প্রতিষ্ঠানগুলোকে দাবি তুলতে হবে তাদের নিজের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বা সরবরাহ প্রক্রিয়ায় যেমন দুর্নীতিবিরোধী এবং মানবাধিকার নীতি অনুসরণ করতে হয়, স্পন্সরগ্রহীতারাও যেন ঠিক সে মানই বজায় রাখে। কোনো স্পন্সর প্রতিষ্ঠান এককভাবে এই দাবি তুললে যেহেতু ‘প্রথম প্রস্তাবক হিসেবে অসুবিধা’র মুখে পড়তে পারে সেহেতু প্রধান স্পন্সর প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবর্তন আনার জন্য যৌথভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। স্পন্সরগুলো ‘স্পোর্টস ইন্টিগ্রিটি গ্রুপ’ নামে একটি গ্রুপ প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করতে পারে। ক্রীড়াঙ্গনে সততার বিষয়ে এই গ্রুপ কিছু অভিন্ন অঙ্গীকার নির্ধারণ করবে। এর মাধ্যমে প্রধান প্রধান স্পন্সরগুলো ক্রীড়াঙ্গনে সততা প্রতিষ্ঠায় একটি অভিন্ন অবস্থানকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে।
- অনুষ্ঠান-আয়োজনে কোন প্রতিষ্ঠানকে স্পন্সর করার আগে স্পন্সরের উচিত ওই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজখবর করা। যেমনটা তারা করে অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। স্পন্সর প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সঙ্গে মধ্যস্থতাকারী এবং স্পোর্টস

মার্কেটিং কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক পর্যালোচনাও করতে পারে। ওই প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিগুলো সততার কাঙ্ক্ষিত মান বজায় রাখতে পারছে কি না তা জানতে এটা করতে হবে।

- স্পন্সর প্রতিষ্ঠানগুলোকে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের প্রতিষ্ঠানের যে কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা, স্পোর্টস মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে কাজ করেন, সেই কর্মকর্তারা যেন প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি ও সততা বজায় রাখার মতো সঠিক প্রশিক্ষণ পান।
- সমর্থকদের বাদ দেওয়া হলে পেশাদার ক্রীড়ার জগত প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়। সেজন্যই সমর্থক গ্রুপগুলো এখনকার চেয়ে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা একজোট হয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত সংস্কার আনার দাবি তুলতে পারে। আলোচনার টেবিলে সমর্থকদের জন্য একটি আসন পাওয়ার দাবিও ওঠাতে পারে তারা।
- জাতীয় ও স্থানীয় সরকারকে তৃণমূল পর্যায়ে ম্যাচ পাতানো এবং সংঘবদ্ধ অপরাধ ঠেকাতে যথাযথ আইন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের আইন বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজিয়েট স্পোর্টসে শিক্ষার্থীদের কল্যাণের বিষয়টিকে বাণিজ্যিক স্বার্থের আগে স্থান দিতে সহায়তা করবে। সরকারগুলোকে ক্রীড়াঙ্গনে অনিয়ম-দুর্নীতির খবর প্রকাশকারী ব্যক্তিদের রক্ষার ব্যবস্থাও নিতে হবে। এ ছাড়া খেলাধুলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও আয়োজনের বিষয়গুলো কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুবিধার্থে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- আন্তঃসরকার সংস্থাগুলোকে জাতীয় সরকারগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও অর্জিত শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। ক্রীড়াঙ্গনে সততাকে এগিয়ে নিতে হলে জাতীয় সরকারগুলোকে নীতিগত ত্রুটি, প্রয়োজন, সমাধান ও অগ্রগতি চিহ্নিত করায় সহায়তা করতে আন্তঃসরকার সংস্থাগুলোকে সূচক, আদর্শ মান এবং আত্মমূল্যায়নের মাপকাঠি তৈরি করতে হবে।

প্রধান প্রধান ক্রীড়া আসর

খেলাধুলার প্রধান আসরগুলোতে দুর্নীতি অনুপ্রবেশের বহু সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে আছে দরপত্রের বাছাই প্রক্রিয়া এবং এ সংশ্লিষ্ট তদবির, আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের খুশি করার প্রচেষ্টা এবং বৈশ্বিক দরপত্রের ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যের পরামর্শকদের ব্যবহার করা। কাজ বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রেও ঘুষসহ দুর্নীতির ঝুঁকি রয়েছে। সব শেষে আসরগুলোর পরিকল্পনা ও আয়োজন এবং বিশাল আকারের কেনাকাটা ও নির্মাণকাজের জন্য স্থানীয় আয়োজক কমিটিগুলো সময়ের মধ্যে অবকাঠামো ও অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রচন্ড চাপের মধ্যে পড়ে।

প্রতিযোগিতার আয়োজক হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে (আইএসও) অবশ্যই একেবারে নিলাম প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সমাপনী অনুষ্ঠান এবং প্রয়োজনে তারও অনেক পর পর্যন্ত ওই আসরে সততার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর উচিত নিলাম পূর্ববর্তী একটি জাতীয় পরামর্শ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। সেই জাতীয় পরামর্শ প্রক্রিয়ার ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। এই ব্যাপারটি অবশ্যই নিলাম প্রক্রিয়ার শর্তের অংশ হিসেবে রাখতে হবে।
- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে নিলামের প্রথম ধাপে স্বচ্ছ ও বাধ্যতামূলক দুর্নীতিবিরোধী বাধ্যবাধকতা, শ্রম অধিকার, মানবাধিকার এবং পরিবেশগত ও সামাজিক স্থায়িত্বের শর্ত মানদণ্ড হিসেবে রাখতে হবে। এরপর সেগুলো মূল্যায়ন করবে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ যৌথ কমিটি।
- দরপত্রের আনুষ্ঠানিক নথিপত্রগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই উল্লিখিত বিষয়গুলোতে তাদের নীতি ও পরিকল্পনাগুলো প্রকাশের অঙ্গীকার করতে হবে।[১২]
- আনুষ্ঠানিক দরপত্রে খেলা সংশ্লিষ্ট এবং খেলার বাইরের বিষয়ে কেমন ব্যয় হবে, তার একটি সম্ভাব্য বিবরণী উল্লেখ করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে দরপত্র পর্ব থেকেই একটি অভ্যন্তরীণ মান্যতা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাতে আইএসওর সব সদস্য এবং দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম যা থাকবে তার মধ্যে রয়েছে নৈতিকতা, স্বার্থের সংঘাত, লবিস্টদের তালিকা, উপহার ও ভ্রমণের বিষয় এবং তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছ নীতিমালা এবং প্রতিবেদনের ব্যবস্থা। অবাধ তথ্যের উন্মুক্ত প্ল্যাটফরম তৈরি করে এতে সবার অভিগম্যতার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আইএসও সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে খেলার প্রধান প্রধান আসরগুলো বরাদ্দের নিয়ম করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে অবশ্যই তাদের সংবিধিতে সংশোধনী এনে বলতে হবে যে, শ্রম অধিকার, মানবাধিকার, দুর্নীতি রোধ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাদের রয়েছে।
- আয়োজকের সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই এ কথার উল্লেখ থাকতে হবে যে, দুর্নীতিবিরোধী, মানবাধিকার ও শ্রম মানের মৌলিক শর্তগুলো এবং আয়োজক হিসেবে দেওয়া অঙ্গীকারের গুরুতর লংঘনের ক্ষেত্রে খেলার আসর আয়োজনের চুক্তি বাতিলও হতে পারে।
- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলো আয়োজক দেশকে ক্রীড়া উৎসবের দরপত্র, পরিকল্পনা ও আয়োজন সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান ক্রয় প্রক্রিয়া, চুক্তি এবং ব্যয়ের হিসাব উন্মুক্ত তথ্য প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে প্রকাশ করার শর্ত দেবে।
- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে বাইরের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে

মূল্যায়নের সুস্পষ্ট কিছু সূচক নির্ধারণ করতে হবে। পারফরমেন্স সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরিমাপের জন্য এটা করা জরুরি। পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায়ও বাইরের নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের রাখা উচিত।

- আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলো খেলাধুলার বড় আসরগুলোর ক্ষেত্রে করের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে দেখতে পারে। সংস্থাগুলো উদ্বৃত্ত আয়ের কিছুটা আয়োজক দেশকে দিতে পারে। এতে করে কোনো আয়োজক দেশ ক্ষতির মুখে পড়বে না। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোই এ সব আয়োজনের আয়ের বড় অংশটি পেয়ে থাকে।
- খেলার আসর শেষ হওয়ার পরে নিরপেক্ষভাবে এর প্রভাব মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। এ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সবদিক বিবেচনায় রাখতে হবে। বিষয়ভিত্তিক (অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, রাজনৈতিক); মাত্রাগত (স্থানীয় ও বৈশ্বিক), সময়গত (নিলাম প্রক্রিয়া থেকে পরের আয়োজন পর্যন্ত) এবং এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (আসর পরিচালক, আসর আয়োজক, দর্শক-শ্রোতা) সব দিকের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলো আসরের আয় থেকেই এই মূল্যায়নের খরচ মেটাতে পারবে।
- আসরের আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারনামার শর্তগুলো যাতে মানা হয় তা নিশ্চিত করতে দরপত্রের একটি বাধ্যতামূলক শর্ত হবে পরিমাপযোগ্য শর্তাবলী। এর মধ্যে থাকবে এ ধরনের আসর আয়োজনের ফলাফল সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ নথিবদ্ধকরণের কাজ জোরদার করা। এসব নথি প্রকাশ এবং সংরক্ষণ করতে হবে। অঙ্গীকারনামার শর্ত পূরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা থাকলে তার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের কোন আসর আয়োজন অনুমোদনের বিষয়টি স্থির করা হবে। আগামীতে সব জায়গায় আইএসওগুলোর দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে একে উল্লেখ করা যাবে।

পাতানো খেলা

এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে, খেলার ফলাফলে কারসাজি ক্রীড়াঙ্গনে সততার প্রতি একটি বড় হুমকি। যে কোনো খেলাই এখন সংঘবদ্ধ অপরাধীদের কারসাজির শিকার হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কিংবা নিছক দলের ওপরের সারিতে ওঠা বা অবনমন ঠেকানোর জন্যও তা করা হতে পারে।

- রাষ্ট্রগুলোকে কাউন্সিল অব ইউরোপের কনভেনশন অন দ্যা ম্যানিপুলেশন অব স্পোর্টস কম্পিটিশনস অনুস্বাক্ষর করতে হবে। এই কনভেনশন রাষ্ট্রগুলোকে সব পাতানো খেলার ঘটনা তদন্ত ও এ বিষয়ে শাস্তির ব্যবস্থা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পাতানো খেলা ঠেকানো নিশ্চিত করার বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে এ বিষয়ে বিশদ ও অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থাও।
- ক্রীড়া সংগঠনগুলো গোপন তথ্য প্রকাশ করার সুবিধার্থে একটি ব্যবস্থা চালু করবে।

এটি হবে স্বাধীন, গোপনীয় ও নিরাপদ। তাদের উচিত টিআই এর এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করা।

- সরকারগুলোর উচিত ক্রীড়াঙ্গনে সততা প্রতিষ্ঠার জন্য ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করা। এ সব উদ্যোগের মধ্যে থাকবে ক্রীড়া বিষয়ে জাতীয় ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করা।
- আইএসওগুলোর উচিত পেশাদার খেলোয়াড়দের তাদের নিজ নিজ খেলায় বাজিতে অংশ নিতে না দেওয়া।
- বাজি পরিচালনাকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে সন্দেহজনক তৎপরতা বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে বাধ্য থাকে জাতীয় বাজি সংক্রান্ত বিধিবিধানে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা থাকতে হবে। 'সন্দেহজনক তৎপরতা' বলতে ঠিক কী বোঝাবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাও দেবে বাজি সংক্রান্ত জাতীয় বিধিবিধান।
- খেলোয়াড়, রেফারি, কোচ, কর্মকর্তা, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে পাতানো খেলা হওয়ার আগেই তা চিহ্নিত করার উপায় জানতে হবে। এ জন্য জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলো বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করবে। এ সংক্রান্ত নিয়মকানুন অমান্য করার পরিণতি কী সে বিষয়েও খেলোয়াড়সহ সবাইকে পুরোপুরিভাবে অবহিত থাকতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. গ্যারেথ সুইনি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন-এর' প্রধান সম্পাদক।

২. প্রাইসওয়াটারহাউসকুপার্স, চেঞ্জিং দ্যা গেমঃ আউটলুক ফর দ্যা গ্লোবাল স্পোর্টস মার্কেট টু ২০১৫ (লন্ডনঃ প্রাইসওয়াটারহাউসকুপার্স এলএলপি, ২০১১), www.pwc.com/gx/en/hospitality-leisure/changing-the-game-outlook-for-the-global-sports-market-to-2015.jhtml.

৩. উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯৮ সালের সল্ট লেক সিটি কেলেঙ্কারীর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অভ্যন্তরে বড় ধরনের সংস্কার সাধিত হয়েছে। তখন থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরাও ক্রীড়াঙ্গন জুড়ে প্রশাসনিক দুর্নীতি ও পাতানো খেলার ঘটনা উন্মোচন করার কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

৪. ইউনাইটেড স্টেটস ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্ক, ইনডাইটমেন্ট ১৫ সিআর ০২৫২ (আরজেডি) (আরএমএল) ২০ মে ২০১৫ www.justice.gov/opa/ file/450211/download.

৫. ৩০টি দেশের ৩৫ হাজার ফুটবল ভক্তের ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল/ফুটবল অ্যাডিক্টস মতামত জরিপে দেখা যায়, ১৭ শতাংশ উত্তরদাতারই ফিফার ওপর কোনো আস্থা নেই। দেখুনঃ www.transparency.org/news/pressrelease/4_in_5_football_fans_say_blatter _should_not_ stand_for_fifa_president_poll_o.

৬. দেখুন জঁ-লুপ শাপেলে, অধ্যায় ১.৩ এর 'অটোনমি অ্যান্ড গভর্নেন্সঃ নেসেসারি বেডফেলোজ ইন 'দ্যা ফাইট এগেইন্সট করাপশন ইন স্পোর্টস' এই লেখায়।

৭. মাইকেল মাকোনজিচ, 'দ্যা সুইস রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস অর্গানাইজেশনস' জেনস আম (সম্পাদিত) অ্যাকশন ফর গুড গভর্নেন্স ইন ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস

অর্গানাইজেশনস: ফাইনাল রিপোর্ট (কোপেনহেগেন: ড্যানিশ ইনস্টিটিউট ফর স্পোর্টস স্টাডিজ, ২০১৩) www.playthegame.org/fileadmin/ documents/Good_governance_reports/AGGIS-report_-_12The_Swiss_regulatory_এক্সিকিউটিভ সামারি ২৫ ফ্রেমওয়ার্ক পৃষ্ঠা ১২৮-১৩২ পিডিএফ বিবিসি (ইউকে), 'ক্রিকেট চিফস মুভ বেইস টু দুবাই, ৭ মার্চ ২০০৫ http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/cricket/4326601.stm.

৮. দেখুন লুসিয়েন ডব্লিউ ভেলোনি এবং এরিক পি নিউয়েনসোয়েন্ডারের, অধ্যায় ৬.৪, 'দ্যা রোল অব সুইজারল্যান্ড অ্যাজ হোস্ট: মুভস টু হোল্ড স্পোর্টস অর্গানাইজেশনস মোর অ্যাকাউন্টেবল, অ্যান্ড ওয়াইডার ইমপ্লিকেশনস; এই প্রতিবেদনে।

৯. জ্যাক রোগে (২০০১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন) 'দ্যা রুলস অব দ্যা গেম: ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল গভর্নেন্স ইন স্পোর্ট কনফারেন্সে' দেওয়া 'গুড স্পোর্ট গভর্নেন্স' শীর্ষক বক্তৃতায়। ব্রাসেলসে ২০০১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি এই বক্তৃতা দেন।

১০. বিল ম্যালন, 'দি অলিম্পিক ব্রাইবারি স্ক্যান্ডাল' জার্নাল অব অলিম্পিক হিস্ট্রি সংখ্যা ৮ (২০০০)

১১. দেখুন অ্যামুট গিয়ার্টের 'ইনডিকেটরস অ্যান্ড বেঞ্চমার্কিং টুলস ফর স্পোর্টস গভর্নেন্স' শীর্ষক প্রতিবেদনে।

১২. দ্যা ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি) 'স্ট্র্যাটেজি ফর সেফগার্ডিং এগেনস্ট করাপশন ইন মেজর পাবলিক ইভেন্টস' প্রতিবেদনটি দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র। দেখুন: ইউএনওডিসি, দ্যা ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন এগেনস্ট করাপশন: এ স্ট্র্যাটেজি ফর সেফগার্ডিং এগেনস্ট করাপশন ইন মেজর পাবলিক ইভেন্টস (ভিয়েনা, ইউএনওডিসি, ২০১৩) www. unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/13-84527_Ebook.pdf.

বাংলাদেশে ক্রিকেটঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং পাতানো খেলা

ইফতেখারুজ্জামান, রুমানা শারমিন এবং মোহাম্মদ নূরে আলম[১]

ভদ্রলোকদের খেলা হিসেবে প্রবাদতুল্য ক্রিকেট[২] সম্প্রতি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় ক্রিকেটের প্রচলন ঘটালেও, বাংলাদেশ ১৯৭৭ সালের পূর্বে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সহযোগী সদস্য বা ১৯৯৭ সালের পূর্বে নিয়মিত সদস্যও হয়নি; শেষ পর্যন্ত, ২০০০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ টেস্ট খেলুড়ে দেশের মর্যাদা অর্জন করে। ক্রমেই ক্রিকেটের বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারীতে পরিণত হয়[৩], এবং দেশে ও বিদেশে কোটি কোটি বাংলাদেশি নারী-পুরুষ, বিশেষত যুবা ও শিশু-কিশোরদের কল্পনার রাজ্য জয় করে নেয়। বাংলাদেশের জন্য ক্রিকেট কেবল একটি খেলাই নয়; এটি জাতীয় ঐক্যের প্রতীকও বটে[৪]। দেশের ভেতরে আগ্রহ বৃদ্ধির পাশাপাশি এবং বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশি ক্রিকেটও এখন একটি বিশাল অর্থ-উপার্জনকারী মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে[৫]; যার ফলে খেলাটিতে দুর্নীতির প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই খেলাটিতে আরও শক্তিশালী, মজবুত ও কার্যকর পরিচালনা কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

অন্যান্য ক্রিকেট খেলুড়ে দেশের মতো সাম্প্রতিক সময় অবধি বাংলাদেশে টেস্ট ও একদিনের ম্যাচ আকারে প্রতিযোগিতামূলক খেলা অনুষ্ঠিত হতো। ২০১২ সালে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্লাবদের একটি প্রতিযোগিতামূলক লীগ এবং ব্যবসা-উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের (বিপিএল) প্রবর্তন ঘটে। তখন মুনাফা করা হয়ে পড়ে ক্রিকেটের একটি প্রধান বিষয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এই স্বল্পমেয়াদি মুনাফার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে, সম্ভবত খেলাটির দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন বিসর্জনের বিনিময়ে। এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন ২০১৩/১৪ সালের অভ্যন্তরীণ ক্রিকেট ক্যালেন্ডারে প্রথম শ্রেণির বাংলাদেশ ক্রিকেট লীগের পরিবর্তে বিপিএলকে শ্রেয়তর সময় বরাদ্দ দেওয়া হয়[৬]। অথচ জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট লীগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মান উন্নততর। এর পর মুনাফা অর্জন হয়ে পড়ে কাবগুলোর মুখ্য বিবেচনা, যা থেকে জন্ম নেয় পাতানো খেলা ও স্পট ফিক্সিং[৭]; এগুলো বাজি ধরার সাথে সম্পর্কিত, যাতে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদেরকে সহজেই সম্পৃক্ত করা যায়। খেলাটির পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘাটতি সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছে।

এই প্রবন্ধে বিবেচ্য দুটি সমান্তরাল চ্যালেঞ্জ হল: একদিকে বিসিবির সুশাসন নিশ্চিত করা এবং অন্যদিকে বাংলাদেশে ক্রিকেটের স্বার্থে ও এর সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার লক্ষ্যে পাতানো খেলার মতো বহু-বিস্তৃত সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা। বিসিবির পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উন্নতি ঘটালে পাতানো খেলা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে।

ক্রিকেটে সুশাসন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দেশে ক্রিকেটের পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত[৯]। মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও বিসিবির কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করে থাকে। এর অর্থ আয়ের উৎসের মধ্যে আছে টিভি স্বত্ব, স্পন্সরশিপ[১০], অনুদান, বিশ্ব ক্রিকেট হতে আইসিসির আয়ের অংশ এবং আইসিসির ইভেন্ট আয়োজনের জন্য প্রদত্ত ফি[১১]। এছাড়া বিসিবি এনএসসিবির মাধ্যমে সরকারি বরাদ্দ পেয়ে থাকে এবং নিজস্ব বিনিয়োগ হতে রাজস্ব পায়। বিসিবি তার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হয়[১২]; এতে আছেন ২৭ জন বোর্ড পরিচালক, একজন বোর্ড সভাপতি এবং ২০টি পরিচালনা কমিটি[১৩]।

বিসিবির কর্পোরেট কাঠামোর আইনি শ্রেণিকরণ সুনির্ধারিত নয়। এটা আইসিসির মতো কোনো কর্পোরেট সংস্থা বা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মতো কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা নয়, অথবা ভারতের মতো 'নিবন্ধিত সোসাইটি'ও (দাতব্য সংস্থাগুলোর মতো) নয়[১৪]। বিসিবিকে দায়বদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশে কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি নেই। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করে এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা হিসেবে গণ্য হয়। তবে বাস্তবে বিসিবি তার নিজের মতো করে কাজ করে থাকে; মন্ত্রণালয় ও এনএসসিবির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক বা দায়বদ্ধতা নেই বললেই চলে; সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিসিবির বিষয়ে কদাচিৎ তার তদারকি ভূমিকা পালন করে[১৫]।

এ চিত্র জাতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিষয়ক আইসিসির নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যাতে ক্রিকেট পরিচালনায় সরকারি হস্তক্ষেপ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা এবং জাতীয় ক্রিকেট সমিতিসমূহের স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে[১৬]। বিসিবির প্রাক্তন কর্মকর্তারা অবশ্য বলেছেন যে, বিসিবিতে সরকারি ও রাজনৈতিক প্রভাব থাকে, বিশেষত নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং সভাপতি ও সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে[১৭]। বিসিবির পরিচালকরা ২০১২ সালের ১ মার্চে বিসিবির সংবিধান সংশোধন করেছিলেন। এরপর বোর্ডের পরিচালক নির্বাচনের জন্য বিসিবিতে প্রথমবারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বর্তমান সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন সত্ত্বেও সভাপতি ও পরিচালক পদে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব বজায় ছিল[১৮]।

যদিও বিসিবির গঠনতন্ত্র সমগ্র দেশ হতে প্রতিনিধিত্বের কথা বলে, কিন্তু অধিকাংশ বোর্ড সদস্য ঢাকাভিত্তিক ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন, যাদের সাথে ক্ষমতাসীন দলের সংযোগ রয়েছে। এমন অভিযোগও আছে যে, বর্তমান নেতৃত্বের স্বার্থে বোর্ডের পরিচালকেরা একতরফাভাবে গঠনতন্ত্র সংশোধন করেছেন[১৯]। সভাপতি সাধারণ পরিষদের ৫ জন কাউন্সিলর মনোনীত করেন[২০] এবং পরিচালনা কমিটিগুলোর সদস্য নির্বাচন করেন; এর

ফলে বিসিবির কার্যক্রমে সভাপতি ও তাঁর পছন্দের কয়েকজন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে পড়ে। অভিযোগ আছে, ম্যাচের ভেন্যু নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে[২১]। অধিকন্তু, স্বার্থের দ্বন্দ্বের অভিযোগও আছে, উদাহরণস্বরূপ একজন পরিচালকের কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি বিপিএলের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন[২২]। ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে পরিকল্পনার অভাব এবং আচরণে উৎকর্ষ ও নৈতিকতা বিষয়ক কর্মসূচির অনুপস্থিতির কারণেও বিসিবির সমালোচনা করা হয়[২৩]।

ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্নীতি মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই[২৪]। ১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দণ্ডবিধি এবং ২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে সাধারণভাবে অসদাচরণ ও দুর্নীতির কথা বলা আছে, কিন্তু ক্রিকেটে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান ও প্রক্রিয়ার উল্লেখ নেই। বিশ্ব ক্রিকেটে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য আইসিসির রয়েছে নিজস্ব দুর্নীতিবিরোধী কোড; এছাড়া আইসিসি একটি দুর্নীতিবিরোধী নিরাপত্তা ইউনিটও (আকসু) প্রতিষ্ঠা করেছে; এ দুটোরই উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শৃঙ্খলা ও সততা নিশ্চিত করা। বিসিবি তার নিজস্ব কোড চালু করেছিল ২০১২ সালের ১ অক্টোবর, যা আইসিসির কোডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে সংশোধন করা হয়। বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী কোডে দুই স্তরে আপিল প্রক্রিয়ার বিধান আছে[২৫]। যদি কোডের ৫.১.১ ধারার আওতায় কোনো খেলোয়াড় বা সহায়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের হয়, তাহলে বিসিবি একজন সভাপতির নেতৃত্বে একটি সাময়িক শৃঙ্খলা প্যানেল (ডিপি) গঠন করবে। সভাপতি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই এবং অভিযোগের সঙ্গে অতীত সম্পৃক্ততা নেই এমন তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি দুর্নীতিবিরোধী ট্রাইব্যুনাল গঠন করবেন[২৬]। ট্রাইব্যুনাল মামলাটি শুনবে এবং রায় দেবে; ইচ্ছা করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ এর বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবে। যদি এতেও অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে দ্বিতীয় স্তরে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টস (সিএএস)-এ আপিল করা যাবে[২৭]।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের প্রবর্তন

বিপিএলের প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট ছিল কিছুটা সমস্যাপূর্ণ। এটা করা হয়েছিল অস্থায়ী ভিত্তিতে, যেখানে টুর্নামেন্টের জন্য উপযুক্ত নীতি বা বিধি ছিল না। সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ছাড়াই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকের হার নির্ধারণ করেছিল। উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ড বা বিদেশি মুদ্রায় সম্মানী পরিশোধের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা বাংলাদেশ ব্যাংকের (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) কাছ থেকে বিসিবি এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিরা অনুমতি নিতেও ব্যর্থ হয়; এর ফলে কিছু খেলোয়াড়ের 'স্বাক্ষর সম্মানী' পরিশোধ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি[২৮]। এই বিচ্যুতি এবং খেলোয়াড়দেরকে সাধারণভাবে নগদ অর্থ প্রদান করায় কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল[২৯]। এছাড়া ক্রয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগও আনা হয়েছে[৩০]।

পাতানো খেলা: অর্থই অনিষ্টের মূল

সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ক্রীড়ার বিরাট প্রভাব রয়েছে, কারণ এটা বিশেষত কিশোর-তরুণদের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ বা রোল মডেল তৈরি করে[৩১]। বাংলাদেশে বিশেষত তরুণদের মধ্যে ক্রিকেটের বিপুল জনপ্রিয়তা আছে, যেখানে জনসংখ্যার ৬৩ শতাংশের বয়সই ২৫ বছরের নীচে[৩২]।

অর্থের প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় ক্রিকেটে খেলা পাতানো এবং স্পট ফিক্সিংসহ ঘুষ লেনদেন ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের ঝুঁকি বেড়ে গিয়েছে। এতে করে এ খেলায় সততার অবনমন বিষয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ভার্সন, বিশেষত বিপিএলের টি-টুয়েন্টি ফরম্যাটকে ক্রিকেট খেলোয়াড়, দল, সংগঠন এবং অন্য অংশীদারদের জন্য দ্রুত অর্থলাভ করার একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়[৩৩]। খেলা পাতানোয় জড়িত ব্যক্তিরা এই ব্যবসা উদ্যোগের কোনো একদিকে সংশ্লিষ্টতার নামে এতে অনুপ্রবেশ করে; একই সময়ে তারা বিভিন্ন দল, খেলোয়াড়, আম্পায়ার ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এসব সম্পর্ক একসময় যোগসাজশ এবং বিশেষত তরুণ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে এমনকি বাধ্যকরণে পর্যবসিত হয়, যাদের অনেকেই সাধারণ পারিপার্শ্বিকতা থেকে আসে এবং দুর্নীতির অধিকতর ঝুঁকিতে অবস্থান করে[৩৪]।

জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুলের কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি ২০০১ সালে ১৭ বছর বয়সে সবচেয়ে কমবয়সী ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে শতরান করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ম্যাচ ও প্রতিযোগিতায় স্পট ফিক্সিংয়ের বিনিময়ে বিশাল অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করেছিলেন এমন অভিযোগ ছিল। আশরাফুল শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে, ২০১০ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত একটি টেস্ট ম্যাচে স্পট ফিক্সিংয়ে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি একজন বাজিকরের কাছ থেকে ৭ লক্ষ টাকা (প্রায় ১০ হাজার মার্কিন ডলার) নিয়েছিলেন, যদিও দ্রুত আউট হয়ে যাওয়ায় সে যাত্রায় তিনি কথা রাখতে পারেননি[৩৫]। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, এই প্রতিশ্রুতি পরবর্তীতে ২০১২ সালে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের একটি ম্যাচে স্থানান্তর করা হয়েছিল[৩৬]; তাছাড়া ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত শ্রীলংকা প্রিমিয়ার লীগের আরেকটি ম্যাচে স্পট-ফিক্সিংয়ের বিনিময়ে আরও ১০ হাজার মার্কিন ডলার আয় করার কথাও আশরাফুল স্বীকার করেছিলেন[৩৭]। এছাড়া, ২৫ লক্ষ টাকার (প্রায় ৩০ হাজার মার্কিন ডলার) বিনিময়ে ২০১২ সালের টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের আরেকটি ম্যাচেও স্পট ফিক্সিংয়ে তাঁর ভূমিকা রাখার কথা শোনা যায়[৩৮]। বিপিএলের দ্বিতীয় আসরে স্পট ফিক্সিংয়ের জন্য বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী প্যানেল আশরাফুলকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ লক্ষ টাকা (প্রায় ১৩ হাজার মার্কিন ডলার) জরিমানা এবং ক্রিকেট থেকে আট বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল; আপিলের পর এটাকে পরে পাঁচ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছিল, এবং আইসিসির কাছ থেকে 'ভালো আচরণ'এর সনদ পাওয়া সাপেক্ষে এ সাজা আরও দুই বছর কমানোর সুযোগ রাখা হয়েছিল[৩৯]।

খেলা পাতানোয় আম্পায়াররাও জড়িত হয়েছেন। এক্ষেত্রে নাদির শাহ এর উদাহরণ টানা যায়, যাঁকে ২০১৩ সালের মার্চে বিসিবি ১০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে; তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অর্থের বিনিময়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কিছু খেলোয়াড়ের অনুকূলে সিদ্ধান্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন, যা ইন্ডিয়া টিভির গুপ্ত সম্প্রচারের (স্টিং ব্রডকাস্ট) মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছিল[৪০]। খেলায় দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করতে বাজিকরদেরকেও তৎপর থাকতে দেখা গেছে। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খেলোয়াড়দের এলাকায় অবৈধভাবে প্রবেশ করার সময় সাজিদ খান নামের এক পাকিস্তানিকে আটক করা হয়েছিল; চিটাগং কিংস এবং বরিশাল বার্নার্সের মধ্যকার বিপিএল ম্যাচ পাতানোর চেষ্টা করার সন্দেহে তাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল[৪১]। ২০১৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার সময় ভারতের নাগরিক অতনু দত্তকে[৪২] এপ্রিল মাসে তিনবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; তার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবৈধ বাজি ধরায় সম্পৃক্ততার অভিযোগ আনা হয়েছিল[৪৩]। তাদের দু'জনকেই গ্রেপ্তার ও পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল; পরবর্তীতে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি[৪৪]।

বিপিএল নিজেও দুর্নীতির এই ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকেনি। ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের হেড কোচ ইয়ান পন্ট দুর্নীতির অভিযোগ করলে, আকসু ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল[৪৫]। পন্টের দাবি ছিল, দলটির মালিক শিহাব চৌধুরী ২০১৩ সালের নভেম্বরে চিটাগং কিংসের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচের কয়েকটি বিষয় পাতানোর মাধ্যমে তাকে পরাজিত হতে বলেছিলেন[৪৬]। এই দাবির বিষয়ে আকসু বিসিবি বা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে জানায়নি, যদিও ইতিপূর্বে বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী কোডের তদারকি, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য আকসু বিসিবির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল[৪৭]। আকসু ম্যাচটি বাতিলের জন্য তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেনি, এবং পাতানো খেলার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তা মাঠে গড়াতে দিয়েছিল।

আকসুর কাছ থেকে নোটিশ পাওয়ার পর বিসিবি একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল, যাতে তিনজন বিদেশিসহ নয়জন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল[৪৮]। ট্রাইব্যুনাল শিহাব চৌধুরীকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের জন্য ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ ও ২০ লক্ষ টাকা (প্রায় ২৫ হাজার মার্কিন ডলার) জরিমানা করেছিল[৪৯]। তবে আপিলের পর জরিমানাটি প্রত্যাহার করা হয়। প্রমাণের অভাবে ট্রাইব্যুনাল অন্য ছয়জনকে অব্যাহতি দিয়েছিল, যদিও এদের মধ্যে দুইজন দোষ স্বীকার করেছিল[৫০]। পরবর্তীতে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের অপর মালিক ও শিহাব চৌধুরীর পিতা সেলিম চৌধুরীর অব্যাহতির বিরুদ্ধে বিসিবি ও আকসু আপিল করেছিল; তিনিও পরে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞার শাস্তি পেয়েছেন।

চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয়

একজন কর্মকর্তাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণে প্রেরণ করার মতো পদক্ষেপ নিয়ে বিসিবি সম্প্রতি তার দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালিয়েছে।

আকসুর সহায়তায় বিসিবি এখন যেকোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ বা সিরিজের পূর্বে দুর্নীতিবিরোধী পরিচিতিমূলক সভার আয়োজন করে[৫১]। এগুলোর উপযোগিতা থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি দুর্নীতিবিরোধী কৌশলের জন্য কিছু মৌলিক সংস্কারেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রয়োজনীয় মানবিক ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করে দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের স্বাধীনতা, পেশাদারিত্ব ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে দ্রুত এবং দক্ষ অনুসন্ধান ও বিচারিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এটা দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা অর্জন করে। বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী কোড অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে পরিবীক্ষণের ক্ষমতা বিসিবির থাকতে হবে। খেলা পাতানো, স্পট ফিক্সিং এবং প্রতারণার অন্যান্য কৌশলকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য আইনি বিধান সংযোজন করতে হবে।

আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ক্রিকেটের জন্য একটি স্বাধীন ও স্থায়ী ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করতে হবে, খেলায় দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ অনুসন্ধান ও মামলা পরিচালনার ক্ষমতা তাঁর থাকতে হবে। কোড লংঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা একদিকে যেমন বিসিবির আওতায় থাকা প্রয়োজন; তেমনি খেলোয়াড়, কোচ, আম্পায়ার, ক্লাব, ফ্র্যাঞ্চাইজি, বিসিবি বোর্ড এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকসহ যাবতীয় অংশীজনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষমতা ন্যায়পালের থাকতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক বিষয়াদি সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ এবং ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ন্যায়পালের কার্যালয়ের অবশ্যই থাকা প্রয়োজন; এ বিষয়াদির মধ্যে আছে মিডিয়া স্বত্ব ও স্পন্সরশিপ এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র, যেগুলোর সঙ্গে ক্রিকেটের সততা ও সুনাম জড়িত। পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন অবস্থান থেকে ক্রিকেট খেলার কাঙ্ক্ষিত স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার সামর্থ্য ন্যায়পালের থাকতে হবে।

বিসিবির পরিচালনা উন্নততর করতে হলে একে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকর তদারকির অধীনে আনতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের[৫২] সাথে সঙ্গতি রেখে বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটকে (এসিইউ) সম্প্রসারণ করে শুদ্ধাচার ও দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটে পরিণত করতে হবে; এর লক্ষ্য হবে অধিকতর সততা, এবং নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতা ও শিক্ষাসহ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম শক্তিশালী করা।

ক্রিকেট খেলা ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষ; বিশেষত ফ্র্যাঞ্চাইজি, ব্যবস্থাপক, কোচ, অধিনায়ক, দেশি বা বিদেশি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী কোডকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে একটি আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করা এবং এর মাধ্যমে অবৈধ আচরণ প্রতিরোধ করা। বিসিবির সঙ্গে জড়িতরাসহ এ সকল ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের নিকটতম পরিবার, এজেন্ট ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণকারী (গেটকিপার) সহ সবাইকে স্বপ্রণোদিতভাবে আয় ও সম্পদবিবরণী প্রকাশের আওতায় আনতে হবে; যদি বৈধ সূত্রের সঙ্গে আয় ও সম্পদের পরিমাণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে কার্যকর শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। তরুণ ক্রিকেটারদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য তথ্য, শিক্ষা ও

উদ্বুদ্ধকরণমূলক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হাতে নিতে হবে; এর মাধ্যমে ক্রিকেটে সুশাসন এবং দুর্নীতিবিরোধী অবকাঠামোর চাহিদা ও সরবরাহের দুটো দিককেই শক্তিশালী করতে হবে[৫৩]।

নোট

১ ইফতেখারুজ্জামান, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)'র নির্বাহী পরিচালক। বর্তমান নিবন্ধ রচনায় তাঁকে সহায়তা করেছেন রুমানা শারমিন এবং মোহাম্মদ নূরে আলম। এই কেস স্টাডির জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাইমারি উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য বর্তমান ও সাবেক খেলোয়াড়, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ, ক্রীড়া সাংবাদিক ও বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সেকেন্ডারি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক দলিলাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ক্রিকেট খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। ধনী ইংরেজদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দী হতে এটা জনপ্রিয়তা পায়, যারা একে ভদ্রলোকের মতো খেলার ওপর জোর দিতেন। . . উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যাটসম্যান জানতো যে সে আউট হয়েছে, তাহলে সে হাঁটা দিতো, এমনকি আম্পায়ার ভিন্নমত পোষণ করলেও। সূত্রঃ The Times of India, 'Why is Cricket called a Gentleman's Game?', 17 April 2011, http://timesofindia.indiatimes.com/home/stoi/Why-is-cricket-called-a-gentlemans-game/articleshow/8003522.cms; and Quora.com, 'Why is cricket called a gentleman's game?', 18 November 2012, www.quora.com/Why-is-cricket-called-a-%E2%80%98gentleman%E2%80%99s-game%E2%80%99 (accessed 2 January 2015).

৩ ২০১৪ সালের জুন মাসে বিসিবির প্রাক্তন সভাপতি মোস্তফা কামাল আইসিসির ১১তম সভাপতি নির্বাচিত হন, ২৬ জুন ২০১৪, www.cricbuzz.com/cricket-news/64129/mustafa-kamal-becomes-11th-icc-president (accessed on 20 January 2015). তিনি এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলেও একজন বাংলাদেশি প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করছেন।

৪ সাবের হোসেন চৌধুরী, প্রাক্তন বিসিবি সভাপতি, বিবিসি কর্তৃক উদ্ধৃত, ৯ মার্চ ২০১১।

৫ অর্থের প্রভাব এত সর্বব্যাপী হয়ে পড়েছে যে ক্রিকেট খেলার ভদ্রোচিত ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটার এরাপল্লি প্রসন্ন যেমন বলেছেন, 'অর্থ এখন খেলাটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এটা আর এখন ভদ্রলোকের খেলা নয়'। http://sports.ndtv.com/cricket/news/208732-cricket-no-more-a-gentleman's-game-erapalli-prasanna (accessed 2 January 2015).

৬ ESPN Cricinfo, 'Preference to BPL leads to clash in BCB', 6 August 2013.

৭ পাতানো খেলা ঘটে যখন একটি ম্যাচের পুরো ফলাফল আগেই নির্ধারিত হয়। যখন একটি খেলার সুনির্দিষ্ট ঘটনাসমূহ পূর্বেই নির্ধারণ করা হয় তখন স্পট ফিক্সিং হয়। স্পট ফিক্সিংয়ের তুলনায় পাতানো খেলাকে বেশি কঠিন মনে করা হয়, কারণ দলের ভিতর একজোট হওয়া জন্য এতে অধিক সংখ্যক খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়।

৮ বাংলাদেশের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসিবি) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত; এ আইন পরবর্তীতে ১৯৯১, ২০০৩ এবং ২০১১ সালে সংশোধন করা হয়। এটা একটি শীর্ষ সংগঠন যা ক্রীড়া উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। See www.nsc.gov/bd (accessed 11 March 2015). অন্যান্য ফেডারেশনের মতো এনএসসিবিতে বিসিবিরও প্রতিনিধিত্ব রয়েছে (ধারা ৪(ঙ), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ তারিখে সংশোধিত): www.nsc.gov.bd/rules/nscact/pdf (accessed 24 March 2015).

[৯] See BCB's website, www.tigercricket.com.bd/bcb/aboutbcb (accessed 28 October 2014).

[১০] বিসিবি ক্রিকেট স্পন্সরশিপ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একটি দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে ভারতের বৃহৎ ব্যবসাগোষ্ঠী 'সাহারা গ্রুপ' ৯.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে চার বছরের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের স্পন্সর হয়েছিল। এর পূর্বে দুই বছর মেয়াদি একটি চুক্তির জন্য গ্রামীণফোন বিসিবিকে ১.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছিল, যা ২০১১ সালের ডিসেম্বরে সমাপ্ত হয়। See http://uk.mobile.reuters.com/article/idUKL4E8GU6Y820120530?irpc=932 (accessed 17 November 2014).

[১১] ২০১৪ সালের ১৯ অক্টোবর বিসিবি কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে (পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধসহ); এছাড়া বিসিবির গঠনতন্ত্রসহ অন্যান্য সেকেন্ডারি সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

[১২] See BCB, 'Constitution: Amended in 2012' (Dhaka: Bangladesh Cricket Board, 2012), www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/BCB-Constitution-2012.pdf (accessed 10 March 2015).

[১৩] কমিটিগুলো হলো: ক্রিকেট পরিচালনা, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ, শৃঙ্খলা, খেলার উন্নয়ন, টুর্নামেন্ট, বয়স-গ্রুপভিত্তিক টুর্নামেন্ট, মাঠ, সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থাপনা, আম্পায়ার, বিপণন ও বাণিজ্য, চিকিৎসা, দরপত্র ও ক্রয়, অর্থ, অডিট, নারী উইং, লজিস্টিক ও প্রটোকল, নিরাপত্তা, ঢাকা মহানগর ক্রিকেট, হাই-পারফরমেন্স (নবগঠিত) এবং কারিগরি (নবগঠিত)।

[১৪] 'BCB, Before the Chairman, the Disciplinary Panel' (Dhaka: Bangladesh Cricket Board, 2014), www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/appeal/decision.pdf (accessed on 19 March 2015), p. 41.

[১৫] ২০১৪ সালের ১৯ অক্টোবর ও ২২ নভেম্বর বিসিবির কর্মকর্তাদের সাথে এবং ২০১৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর বিসিবির প্রাক্তন পরিচালকদের সাথে মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে গৃহীত সাক্ষাৎকার (পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধসহ)।

[১৬] আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সংশোধিত ও পুনঃঘোষিত মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেল্‌স অব অ্যাসোসিয়েশন-এর ২.৯ নং ধারা।

[১৭] বিসিবির প্রাক্তন পরিচালকদের মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪।

[১৮] বর্তমান সভাপতি শাসক দলের একজন সংসদ সদস্যও। প্রাক্তন সভাপতিদের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্যি। See: BCB, 'List of Presidents', www.tigercricket.com.bd/bcb/former-president (accessed 25 March 2015).

[১৯] বিসিবির প্রাক্তন পরিচালকদের মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪, এবং অন্যান্য সেকেন্ডারি সূত্র।

[২০] বিসিবি (২০১২), 'গঠনতন্ত্র', ধারা ৯.৩ (৯.৩.৮), পৃ. ৭।

[২১] উদাহরণস্বরূপ, একটি বিশ্বমানের ভেন্যু (বগুড়া শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম) থাকা সত্ত্বেও একটি কমিটি বগুড়াকে ভেন্যু হিসেবে নির্বাচন করেনি; একইভাবে আরেকটি কমিটি সিলেটকে নির্বাচন করেনি, যদিও সেখানে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম ছিল; উভয় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আমলে স্টেডিয়াম নির্মাণ হওয়াটা বিবেচ্য বিষয় ছিল। সূত্র: মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে প্রাক্তন বিসিবি পরিচালকদের সাক্ষাৎকার, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪।

[২২] ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যবস্থাটি (একটি দলের স্বত্ব ও ব্র্যান্ড লিজ দেওয়া) বাংলাদেশে আদিতে তিন বছর মেয়াদের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল; এর সাফল্যের কারণে এটা এখন অভ্যন্তরীণ ক্রিকেটের একটি স্থায়ী অংশ হয়ে পড়েছে।

[২৩] মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে বর্তমান জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সাক্ষাৎকার, ২৩ অক্টোবর ২০১৪; জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং বিসিবি পরিচলনা কমিটির বর্তমান সদস্যের সাক্ষাৎকার, ২৮ অক্টোবর ২০১৪ (পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধসহ)।

[২৪] BCB, 'Before the Anti-Corruption Tribunal: Case no. 1/2013' (Dhaka: Bangladesh Cricket Board, 2014), www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/anticorr/detfinal.pdf (accessed 19 March 2015), p. 16.

[২৫] ESPN Cricinfo, 'ICC, BCB to appeal BPL anti-corruption tribunal' verdict', 18 July 2014, www.espncricinfo.com/bangladesh/content/story/761553.html (accessed on 5 November 2014).

[২৬] বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী কোডের ৫.১.২ ধারা অনুযায়ী, দুর্নীতিবিরোধী ট্রাইব্যুনালের একজন সদস্য, যিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক/অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজের নীচে নন, ট্রাইব্যুনালের আহ্বায়ক পদে অধিষ্ঠিত হবেন। ক্রিকেট সম্পর্কে বিশেষায়িত জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন সদস্য নেওয়া হবে। সামাজিকভাবে স্বীকৃত নাগরিকদের মধ্য হতে অন্যজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

[২৭] সিএএস একটি আধা-বিচারিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যা ক্রীড়া-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের লুসানে স্থাপন করা হয়েছে; আদালতগুলো স্থাপিত হয়েছে নিউইয়র্ক, সিডনি ও লুসানে।

[২৮] উদাহরণস্বরূপ, রাজস্ব বোর্ড বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে লিখিত অনুমোদন না নেওয়ার ফলে বেশ কয়েকজন বিদেশি খেলোয়াড়ের চুক্তি-ফি পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। নিশ্চয়তাদাতা হিসেবে এসব ফি পরিশোধের চূড়ান্ত দায়িত্ব বর্তায় বিসিবির উপর, যা তারা ক্রমান্বয়ে করে আসছে। এসকল ফি-পরিশোধ সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক কোনো দলিল বিসিবি কখনোই সংগ্রহ করেনি। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য বিসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের অনুকূলে অব্যাহতভাবে সময় বাড়িয়েছে, যা এখনো অমীমাংসিত আছে। মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তাবৃন্দ, ১৯ অক্টোবর ও ২২ নভেম্বর ২০১৪; The Daily Star (Bangladesh), 'BCB chasing its own tail', 2 November 2012, http://archive.thedailystar.net/newDesign/print_news.php?nid=255855 (accessed 17 November 2014).

[২৯] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তাবৃন্দ, ১৯ অক্টোবর ও ২২ নভেম্বর ২০১৪।

[৩০] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তাবৃন্দ, ১৯ অক্টোবর ও ২২ নভেম্বর ২০১৪; ২৮ সেপ্টেম্বর ও ৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার; ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে বিসিবির প্রাক্তন পরিচালকদের সাক্ষাৎকার।

[৩১] TI, 'ICC Governance Review: Submission on behalf of Transparency International' (London: Transparency International, 2011).

[৩২] US Department of Commerce, 'Population Trends: Bangladesh', PPT92-4 (Washington DC: Department of Commerce, 1993), www.census.gov/population/international/files/ppt/Bangladesh93.pdg.

[৩৩] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তাবৃন্দ, ২৮ সেপ্টেম্বর ও ৩ নভেম্বর ২০১৪ (পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধসহ)।

[৩৪] মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবির কর্মকর্তাবৃন্দ, ১৯ অক্টোবর ও ২২ নভেম্বর ২০১৪: জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং বিসিবি অপারেশনস কমিটির বর্তমান সদস্য, ২৮ অক্টোবর ২০১৪; এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান খেলোয়াড়, ২৩ অক্টোবর ২০১৪ (পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধসহ)।

[৩৫] BCB, 'Before the Anti-Corruption Tribunal: Case no. 1/2013: Determination' (Dhaka: Bangladesh Cricket Board, 2014), www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/anticorr/detreason/pdf; প্রথম আলো (বাংলাদেশ), ৩১ মে ২০১৩।

৩৬ প্রথম আলো (বাংলাদেশ), ৩১ মে ২০১৩।

৩৭ Ibid.

৩৮ Ibid

৩৯ ট্রাইব্যুনাল তার দোষ স্বীকারকে বিবেচনায় নিয়েছিল, বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী আচরণবিধির ৬.৪, ৬.৩.৩, ৬.১.২.১, ৬.১.২.২, ৬.১.২.৩, ৬.১.২.৭ এবং ৬.১.২.৮ ধারা অনুযায়ীঃ BCB (2014), 'Determinationa'; The Daily Star (Bangladesh), 'Ashraful's ban now for 5 yrs', 30 September 2014, www.thedailystar.net/ashrafuls-ban-now-for-5-yrs-43961 (accessed 20 November 2014); BCB (2014), 'Before the Chairman'.

৪০ ESPN Cricinfo, 'BCB allows Nadir Shah to officiate in match', 28 September 2014, www.espncricinfo.com/bangladesh/content/story/785529.html.

৪১ ESPN Cricinfo, 'Cloud over BPL after fixing arrest', 27 February 2012, www.espncricinfo.com/bangladesh-premier-league-2012/content/story/555380.html (accessed 18 November 2014).

৪২ ৪০-বছর বয়স্ক ব্যক্তি এর পূর্বে বিশ্ব টি-টুয়েন্টি টুর্নামেন্ট চলাকালে ২০১৪ সালের ৩ এপ্রিলে বেনাপোল স্থলবন্দরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিন দিন পর তাকে আবারও ঢাকায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন গ্রেপ্তার করে।

৪৩ Bdnews24.com, 'Indian bookie arrested for third time', 13 April 2014, http://bdnews24.com/bangladesh/2014/04/13/indian-bookie-arrested-for-third-time (accessed 18 November 2014).

৪৪ New Age, 'Arrested Indian 'bookie' released on bail', 11 April 2014, http://newagebd.net/1831/arrested-indian-bookie-released-on-bail/#sthash.i4bskmIr.LMM7KrPK.dpbs (accessed 4 May 2015).

৪৫ ইয়ান লেসলি পন্ট ছিলেন একজন প্রাক্তন ইংরেজ খেলোয়াড়, যিনি মূলত এসেক্স-এর হয়ে খেলতেন। বিপিএল-এর দ্বিতীয় আসরে তিনি ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরস ফ্র্যাঞ্চাইজির হেড কোচের দায়িত্ব পালন করেন, এবং খেলা পাতানোর ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সর্বপ্রথম আকসুকে অবহিত করেনঃ The Daily Star (Bangladesh), 'Reason judgement on BPL corruption', 11 June 2014, www.thedailystar.net/sports/reason-judgement-on-bpl-corruption-28052 (accessed 17 November 2014).

৪৬ ২০১৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাতে পাতানো খেলা ও স্পট-ফিক্সিং-এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল, এবং পরের দিন পন্ট আকসুর দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থাপক পিটার ও'শিকে এ বিষয়ে জানিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকেও পরিষ্কার ছিল যে, ম্যাচ শুরুর পূর্বেই ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরস কীভাবে ম্যাচটি হারবে, কারা কারা জড়িত থাকবে, এবং স্পট-ফিক্সিং কী করে সংঘটিত হবে তার বিস্তারিত আকসু জানতো। বিসিবি (২০১৪), 'কেস নং ১/২০১৩'।

৪৭ BCB, 'Before the Anti-Corruption Tribunal: Case no. 1/2013: Determination: Conclusions and Orders' (Dhaka: Bangladesh Cricket Board, 2014), www.tigercricket.com.bd/assets/pdf/anticorr/detconclusion.pdf (accessed 19 March 2015); মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, সাংবাদিকবৃন্দ, ২৮ সেপ্টেম্বর ও ৩ নভেম্বর ২০১৪।

৪৮ শিহাব জিসান চৌধুরী (ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরস-এর মালিক), সেলিম চৌধুরী (ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরস-এর মালিক), গৌরব রাওয়াত (ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরস-এর কর্মকর্তা), মোহাম্মদ রফিক (খেলোয়াড়), মোশাররফ হোসেন রুবেল (খেলোয়াড়), মাহবুবুল আলম রবিন (খেলোয়াড়), ড্যারেন স্টিভেন্স (খেলোয়াড়), কৌশল লোকুরাচ্চি (খেলোয়াড়), এবং মোহাম্মদ আশরাফুল (খেলোয়াড়)ঃ বিসিবি (২০১৪)ঃ 'কেস নং ১/২০১৩'।

৪৯ BCB (2014), 'Determination'.

৫০ The Daily Star (11 June 2014).

৫১ মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, বিসিবি কর্মকর্তাবৃন্দ, ১৯ অক্টোবর ২০১৪; অন্যান্য সেকেন্ডারি সূত্র।

৫২ The National Integrity Strategy is a comprehensive set of goals, strategies and action plans aimed at increasing the level of independence to perform, accountability, efficiency, transparency and effectiveness of state and non-state institutions in a sustained manner over a period of time: Chancery Law Chronicles (Bangladesh), 'Framework of National Integrity Strategy: An Inclusive Approach to Fight Corruption' (Dhaka: Government of Bangladesh, 2008), www.clcbd.org/document/download/143.html (accessed 8 March 2015)

৫৩ এ ধরনের উদ্যোগের একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০১৪-এর পূর্বে টিআই-বাংলাদেশের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্যরা 'দুর্নীতিকে না বলুন' শ্লোগানে অঙ্গীকার করেছিল; এর মাধ্যমে তারা দুর্নীতি হতে দূরে থাকার বিষয়ে জনসমক্ষে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল: Transparency International Bangladesh, 'Bangladesh National Cricket Team Says No to Corruption', 8 December 2013, www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/activities/4460-bangladesh-national-cricket-team-says-no-to-corruption. এধরনের প্রচেষ্টাকে আরো উন্নত ধাপে নেওয়া ও টেকসই করা এবং বিসিবিসহ অন্যান্য অংশীজনকে এতে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই।

টিআইবি-এর উদ্যোগে ও বিসিবির অনুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে 'দুর্নীতিকে না বলুন' প্রচারণায় অংশ নেয় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল

সহযোগিতায়

Embassy of Denmark

EMBASSY OF SWEDEN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UKaid
from the British people

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২, ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org, ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh